আজকের কাগজ

তারিখ 19 AUG 1996
পৃষ্ঠা ৪

74

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংকোচন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়

'১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এই উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রে বিভিন্ন বিষয়ে বি এ পাস ও অনার্স এবং এম এ প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে ডিগ্রী প্রদান করা হয়ে আসছিলো। পাকিস্তান আমলে তদানীন্তন পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা সংকোচন নীতি বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ রূপে বায়ান্নোর বাংলা ভাষা আন্দোলনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাস কোর্স উঠিয়ে দেয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর পূর্তি বা প্ল্যাটিনাম জুবিলী উৎসবের পর এবারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এম এ প্রথম পর্ব তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করছে বলে কয়েকদিন আগে একটি ইংরেজি দৈনিকে খবর বেরিয়েছে। একই সংবাদে কলা অনুষদের ডীনের উক্তি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যেহেতু বর্তমানে বি এ পাস জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোর আওতাভুক্ত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাবসিডিয়ারীর পরিবর্তে সমন্বিত কোর্স এবং তিন বছরের পরিবর্তে চার বছরের অনার্স কোর্স চালু হয়েছে বা হচ্ছে সে জন্যে এম এ প্রথম পর্ব উঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে সেশন জট দূর করার জন্যেও এম এ প্রথম পর্ব বা প্রিলিমিনারী উঠিয়ে দেয়ার পক্ষে তিনি যুক্তি দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ওই সিদ্ধান্ত কার্যকর করলে প্রতি বছর বি এ পাস পরীক্ষায় ভালো ফল করা প্রায় আড়াই হাজার ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যদি অপর দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী, চট্টগ্রামও অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে প্রতি বছর দেশের অন্তত আট হাজার বি এ পাস করা ভালো ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। এটাকে শিক্ষা সংকোচন ছাড়া আর কিছুই বলা সম্ভব নয়। সবচে' দুর্ভাগ্যজনক এই যে, গত সাধারণ নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির বিজয় এবং সরকার গঠনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করছে যা শিক্ষাঙ্গনকে অশান্ত করে তুলতে পারে।

উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পূর্ণ সরকারি অর্থে পরিচালিত হয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে সরকার এই অর্থ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রদান করে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বর্তমান কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ চেয়ারম্যান এবং সদস্যরা সাবেক বিএনপি সরকারের আমলে দলীয়করণ প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত, আমাদের জানা নেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ প্রথম পর্ব উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত ওই মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতির বাস্তবায়ন কিনা। আমাদের প্রশ্ন হলো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ প্রথম পর্ব তুলে দেয়ার মতো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত বর্তমানে ক্ষমতাসীন সরকারের শিক্ষাসম্প্রসারণ নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা এবং বিষয়টি সম্পর্কে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় আদৌ ওয়াকেফহাল কি? এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন কেউ উত্থাপন করতে পারেন কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ক্ষমতাসীন সরকারের অগোচরে স্বায়ত্তশাসনের নামে শিক্ষা সংকোচন নীতি বাস্তবায়িত করে সরকারি অর্থে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গণশিক্ষা বিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্যে যদি ছাত্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয় তাহলে সে দায়িত্ব বহন করবে কে? এম এ প্রথম পর্ব তুলে দেয়ার সিদ্ধান্তকে সে জন্যে শুধু বিতর্কমূলক নয় ষড়যন্ত্রমূলকও বলা যায়। ইতিমধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাবসিডিয়ারি বিলোপ সাধন এবং সমন্বিত কোর্স পদ্ধতি অর্থাৎ একই বিভাগে অনার্স ও সাবসিডিয়ারী ব্যবস্থা চালুর ফলে প্রতিটি বিভাগের শিক্ষকদের ক্লাসের সংখ্যা হ্রাস এবং অন্য বিভাগ থেকে সাবসিডিয়ারী ক্লাসের জন্যে খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে অতিরিক্ত ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরপর চার বছরের অনার্স কোর্সের অজুহাতে এম এ প্রথম পর্ব উঠিয়ে দিয়ে শিক্ষকদের ক্লাসের সংখ্যা আরও হ্রাস করার পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে না কি? একদিকে সাবসিডিয়ারী ও প্রিলিমিনারির বিলোপ অপরদিকে পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন বিভাগে শূন্যপদসমূহ পূরণের জন্যে প্রচারাভিযান বিষয়টির স্ববিরোধী স্বরূপ এতোই স্পষ্ট যে তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনয়ন করার চক্রান্ত করছে স্বার্থান্বেষী মহল অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে কিছুই বলছে না। জাতীয় শিক্ষার সমস্যাসমূহের ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের নিরাসক্ত ভাব দেখে মনে হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক সমস্যা, সেশনজট, ক্যাম্পাস সন্ত্রাস, ভর্তি সমস্যা এবং উচ্চ শিক্ষা সংকোচনের ব্যাপারে তার কোনো বক্তব্য বা কিছুই করণীয় নেই। যদি তাই হয়, তাহলে বিষয়টির প্রতি প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। শিক্ষাক্ষেত্রে একের পর এক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে, প্রতিটি বিষয় নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে কিন্তু তিনি নিরব, সম্ভবত বোবার শত্রু নেই নীতির আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি কিন্তু অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?